Department of Bengali
Patna University
Subject Bengali
SemIII Unit-II CC- , 10
Teacher- Dr. Sagar Sarkar

Topic- Early episodes of Bengali prose (বাংলা গদ্যের উন্মেষ পর্ব)

বাংলা গদ্য বিকাশে ক্ষেত্রে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অবদান।

আধুনিক বাঙালির ধ্যান-ধারণা ও কর্মপ্রচেষ্টায় বাংলা গদ্যের বাহনে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ কে অবলম্বন করে আশ্চর্য কুশলতা ও গতিবেগ লাভ করেছিল।১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ৪ ঠা মে কলকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্রিটেনব্রিটেন থেকে আগত সিভিলিয়ানদের এদেশের ভাষায় শিক্ষিত করে কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ করাইছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের উদ্দেশ্য। -" This education must be founded in a general knowledge of the branches of the literature and science which from the basic of the education of person to similar exception in Europe".

উইলিয়াম কেরি ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে বাংলা ও সংস্কৃতির শিক্ষকরূপে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যোগদান করেন। ১৮০৭ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে প্রথম যোগ্য পাঠ্যপুস্তক এর অভাব বোধ করেন। তাই তিনি নিজেও অন্যান্য লেখকদের দিয়ে অনেক পুস্তক লিখে নেন।

কথোপকথন: কেরির "কথোপকথন" প্রথম প্রকাশিত হয়(১৮০০) খ্রিস্টাব্দে। "কথোপকথন" ইংরেজিতে ডায়লগ (Dialogues) নামে প্রসিদ্ধ। তবে এর ভাষা রচনা এবং বিষয়বস্তু নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ অবকাশ রাখে। তবে অনেকে মনে করেন গ্রন্থটির রচনা নয় এটি রচনা করেছেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার।

কথোপকথন বাংলা ভাষায় কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে ইংরেজ কর্মচারীদের বাংলা ভাষা ও বাঙালি সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য মোট ৩১ টি অধ্যায়ে গ্রন্থটি রচিত।গ্রন্থটির ভাষায় বহু প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহৃত হয়েছে। হালকা ধরনের সংলাপ গদ্যের বাস্তবতাকে প্রকাশ করেছে।গ্রন্থের ভাষার কাঠামো সাধুরীতির অনুভূত হলেও ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম গাঙ্গেয় উপভাষার সংকুচিত হয়েছে।বাংলা গদ্য কে যোগাযোগ প্রযুক্তি চিন্তার বাহন করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গ্রন্থটির যথেষ্টতাৎপর্য রয়েছে।এই গ্রন্থের ভাষা পরবর্তীকালে প্যারীচাঁদ কালীপ্রসন্ন সিংহ কেউ প্রভাবিত করেছিল।

ইতিহাসমালা- উইলিয়াম কেরি দ্বিতীয় গ্রন্থ "ইতিহাসমালা" ১৮১২ প্রকাশিত হয়।উইলিয়াম কেরি ইতিহাস বলতে History নয় গল্পকে বুঝিয়েছেন। এটি অনুবাদ মূলক গ্রন্থ। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানা গল্প এখানে স্থান পেয়েছে।গ্রন্থটিতে মানুষের ত্যাগ-তিতিক্ষার কথা যেমন আছে তেমনি আছে কাম ক্রোধ লোভ কোন গল্পে স্ত্রীলোকের বিশ্বাসঘাতকতা কথাও রয়েছে নারীর নির্লজ্জ কামাচার মানুষের নিচে তার স্বভাব বঞ্চনা খুন-জখম ডাকাতের প্রসঙ্গ।জীবজন্তুর গল্পে মানবেতর প্রাণীরা মানুষের ব্যবহার গ্রহণ করেছেন।তবে গ্রন্থটি প্রথম বাংলা আখ্যান গ্রন্থ হিসাবে গুরুত্ব সর্বাধিক।

কেরি নিজের নামে বাংলা গদ্যের দুটি বই সংস্করন করেন । "কথোপকথন" (১৮০০) "ইতিহাসমালা "(১৮১২) এর এক পৃষ্ঠায় বাংলা অপর পৃষ্ঠায় ইংরেজিতে লেখা।দেশের নানা অঞ্চলে

নানারকম বৈষয়িক ও সামাজিক ব্যাপারে উপযুক্ত কথন ভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত করার উদ্দেশ্যে এ সংকলন। কিরে এখানে সংকলন ও অনুবাদক। দ্বিতীয় গ্রন্থ "ইতিহাসমালা"১৫ টি দেশী ও বিদেশী গল্পের সংকলন। কথোপকথন যেমন কত ঢং লেখা ইতিহাসমালা তেমনি শত প্রাঞ্জল এবং সাধু গদ্যে রচিত। ১১ বছরের ব্যবধানে বাংলা গদ্য চর্চার একটি প্রতিচ্ছবি ইতিহাসমালা স্পষ্ট।

উইলিয়াম কেরি কৃতিত্ব- কেরির মতো একজন বিদেশী কি অনায়াসে পরিশ্রমে ও অনুরাগে বাংলা গদ্য চর্চার ব্রতী হয়েছেন তা ভাবলে অবাক লাগে কথোপকথন ঐতিহাসিক মেলা রচনা না হলেও এমন দুটি গ্রন্থ রচনা থেকে এবং সেই প্রেসকে বাস্তবে রূপদান করার ক্ষেত্রে ধৈর্য ও সর্বোপরি নিষ্ঠা ও সাংগঠনিক শক্তির প্রশংসা করতেই হয়।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গদ্যলেখক **রামরাম বসু (১৭৫৭-১৮১৩)।** তার রাজা "প্রতাপাদিত্য চরিত্র" ও "লিপিমালা" গ্রন্থদ্বয় বাঙালির রচিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ। ধুম ঘাট এর রাজা প্রতাপাদিত্যের জীবনী ইতিবৃত্ত নিয়ে গ্রন্থটি রচিত।প্রতাপাদিত্যের চরিত্রের বিষয়বস্তু গ্রন্থন ও ঘাটের পুরীর বর্ণনা লেখক এর ঐতিহাসিক মিস্টাকে প্রমাণ করে। প্রতাপাদিত্য ছিলেন ধুমঘাট এর এক প্রবল প্রতাপান্বিত ভূস্বামী। প্রতাপের পূর্বপুরুষ রাম চন্দ্র রায় থেকে প্রতাপের পিতা বিক্রমাদিত্য পিতৃব্য বসন্ত রায় ও প্রতাপ এর জন্ম মৃত্যুর কাহিনী এই নাটকে স্থান পেয়েছে।রামরাম বসুর উদ্দেশ্য ছিল প্রতাপাদিত্য চরিত্র বর্ণনা করা।কাহিনীর প্রথম দিকে তিনি প্রতাপাদিত্যের পূর্বপুরুষের পরিচয় সুলেমান খান করনানি ও দাউদ খান করো নানীর কাছে বিক্রমাদিত্যের সম্মান ও প্রতিপত্তি লাভ প্রভৃতি ইতিহাসের কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এবং শেষের দিকে তিনি ইতিহাস কে অনুসরণ করেননি।তুমি কি আমাদের বীরত্বের সঙ্গে নীচতা ক্ষত্রিয় চলচ্চিত্রের সঙ্গে বসে চলচ্চিত্র হিসেবে বুদ্ধি স্বার্থ বুদ্ধিতে পিতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ,লোভের বসে জামাতাকে বিনাশে চেষ্টা কবিতা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য চিত্রিত করেছেন।গ্রন্থটি দীর্ঘদিন ধরে পাঠ্যপুস্তকে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে গঠিত হয়েছিল এবং ঐতিহাসিক তথ্যের দিক থেকে এই গ্রন্থে তাৎপর্য অনেক বেশি সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বেশি হল এটি বাঙালি রচিত প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ।

দ্বিতীয় গ্রন্থ "**লিপিমালা" -** বিদেশি শাসকগণ কে অভিজ্ঞ করে তোলার জন্য আদর্শ পত্র রচনা নিদর্শন। পত্রগুলি দুটি ধারায় বিভক্ত। লিপিমালা রামরাম বসু (১৮০২) সালেপ্রকাশ করেন। চিঠির আদলে রাজা পরীক্ষিতের কথা দক্ষযজ্ঞের কথা নবদ্বীপে চৈতন্যের কথা গঙ্গা অবতরণের কথা প্রভৃতি কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তবে পুরোপুরি পত্র লিখনের রীতি এখানে অনুষ্ঠিত হয়নি। সরল বাংলায় সাহেবদের ভাষা শেখার জন্য পত্রের আকারে নানা কাল্পনিক ব্যাপার গালগল্প পুরান উপকথা আখ্যায়িকা সংগ্রহ করে চল্লিশটি পত্রে তা সন্নিবেশিত হয়েছে লিপিমালায়। পৌরাণিক কাহিনী কে গ্রন্থের স্থান দেওয়ার ক্ষেত্রে লেখক মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

রামরাম বসুর কৃতিত্ব- ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা গদ্য রচনার প্রয়াস যাদের দ্বারা পুষ্টি লাভ করেছিল তার মধ্যে অন্যতম হলেন রামরাম বসু।বিশেষ করে পাঠ্যপুস্তক রচনায় এবং প্রথম বাঙালির মুদ্রিত গ্রন্থ রচনায় তার কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যে মুদ্রিত হয়ে রয়েছে।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ভাষা শিল্পী হলেন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত **মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার (১৭৬২-১৮১৯)।** ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সাহেব পন্ডিত মুনসিদের মধ্যে পাণ্ডিত্য মনীষা ও ঔদার্যে মৃত্যুঞ্জয় শ্রেষ্ঠ।বিশেষ করে বাংলা গদ্যের উদ্ভব পর্বে তিনি একজন যথার্থ শিল্পী সংস্কৃতের

তারা সাধারণ জ্ঞান ছিল। এই কলেজে পাঠের জন্য তিনি ৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। সেগুলো হলো "বত্রিশ সিংহাসন " "হিতোপদেশ" "রাজাবলি" "প্রবোধচন্দ্রিকা" এবং ছদ্মনামে প্রকাশিত "বেদান্ত চন্দ্রিকা" মৃত্যুর পর(১৮৩৩) মুদ্রিত হয়।"
প্রবোধচন্দ্রিকা"(১৮১৩) গ্রন্থটি খ্রিস্টাব্দে রচিত হলেও প্রকাশিত হয়১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে। প্রবোধ চন্দ্রিকা অনেকগুলি গল্পের সংকলন। গল্প গুলির ভাষা যথাসম্ভব অকৃত্রিম। পণ্ডিতি গল্পগুলি সহজ সাধু ভাষায় রচিত। মেয়েলি গল্পগুলির সরল কথ্য ভাষায় রচিত। কখনো কখনো এখানকার রুচিতে অশ্লীল মেয়েলি ঢঙের গাঁথা।এছাড়া অলংকার ব্যাকরণ ধ্বনি ধ্বনি তত্ত্ব তর্ক শাস্ত্র জ্যোতির্বিজ্ঞান রাজনীতি আইন নানা বিষয়ে অবতরণ আছে বইটিতে। তবে সংকলনের কারণে বইটির মূল্য স্বীকৃত।

"বত্রিশ সিংহাসন" " হিতোপদেশ" সংস্কৃতের অনুবাদ।চারখানি গ্রন্থের মধ্যে "রাজাবলি" গ্রন্থের ভাষা প্রাঞ্জল এবং এই গুণী এটি তার শ্রেষ্ঠ রচনা। "হিতোপদেশের" ভাষার সবচেয়ে সংস্কৃতানুগ।
বত্রিশ সিংহাসন- মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এর গ্রন্থটি এটি একটি আখ্যায়িকা ধর্মী রচনা।বত্রিশ সিংহাসন এর গল্পের মূল আছে ইতিহাস ও জনশ্রুতি।আদর্শ রাজা বিক্রমাদিত্যের চরিত্র কথা ও ঔদার্য ও মহানুভবতা বর্ণনা ৩২ টি গল্পের উদ্দেশ্য।রাজা বিক্রমাদিত্যের নির্লোভ নিস্বার্থ পরোপকারী চরিত্র বর্ণনা জন্য গল্পগুলি রচিত হয়েছিল।সংস্কৃত সাহিত্যের পতনের যুগে এ ধরনের সংস্কৃত আখ্যান ও এক যুগের সমাজ চিত্রে চিত্রণে গ্রন্থটি তাৎপর্য যথেষ্ট রয়েছে। গল্প রাজ পরিবেশনের ক্ষেত্রে গ্রন্থটি যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে।

হিতোপদেশ- এটি একটি অনুবাদ মূলক গ্রন্থ। পঞ্চতন্ত্রের গল্প গুলো কে লেখক অনুবাদ করেছেন।নীতি ও উপদেশ যুক্ত এই আখ্যান গ্রন্থে বিদেশীদের কাছে খুবই আকর্ষনীয় ছিল। এর কাহিনী গুলি বিচিত্র চিত্তাকর্ষক।
রাজাবলি- হিন্দু যুব মুসলমান শাসক ও ইংরেজ আমলের ইতিহাস অবলম্বনে রাজাবলি গ্রন্থটি রচিত। " বাংলা ভাষার ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস তাতে কোন সন্দেহ নেই" সজনীকান্ত দাস এর মত হতে বলেই মনে হয়।গ্রন্থটিতে প্রথমেই ভারতীয় পুরাণ অনুসারে ইতিহাসের যুগ বিভাজন করেছেন ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও ভূগোলের পরিচয় দিয়েছেন মুসলমান শাসনের যেমন আকবর জাহাঙ্গীর শাহজাহান নুরজাহান ছবির কাহিনীও এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রবোধ চন্দ্রিকা- গ্রন্থটি মৃত্যুঞ্জয় অন্যতম রচনা। "যেমন বিষয়বস্তু এমনি ভাষাশৈলীর দিক থেকেও বাংলা গদ্যে এটি একটি বিশ্বকোষ জাতীয় রচনা"মুখোপাধ্যায়ের মন্ত্র বলেই মনে হয়। গ্রন্থটি মূলত সংকলন জাতীয় রচনা।এতে সংস্কৃত ব্যাকরণ অলংকার নীতিশাস্ত্র ইতিহাস পুরাণ প্রকৃতি থেকে মৃত্যুঞ্জয় নানা ধরনের উপাখ্যান রচনারীতি সংগ্রহ করেছেন সেই সঙ্গে লৌকিক কাহিনী ও সমৃদ্ধ করেছেন।

বাংলা গদ্যের উন্নতি সাধনে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শিক্ষক গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যান্য যাদের কীর্তি স্মরণীয় তারা হলেন তার নিজের মৃত্যু গোলকনাথ শর্মা, চণ্ডীচরণ মুনশী, রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায় , হরপ্রসাদ রায় প্রমুখ। ঈশপের গল্প ও অন্যান্য আখ্যায়িকা গল্পের অনুবাদ ও সংকলন গ্রন্থ। the Oriental fabulist (1803) অনুবাদক তারিণীচরণ মিত্র ও সংকলন জণগিল ক্রাইস্ট।অনুবাদ আক্ষরিক বলে ভালো মানানসই হয়নি তবে বাংলা বাক্য রীতি অনুসরণ করেছিলেন।

রাজীব লোচন মুখোপাধ্যায়ের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র "রাজস্য চরিত্রং"(১৮০৫), বাংলা গদ্যে লেখা প্রথম প্রায় সমসাময়িক গদ্যগ্রন্থ। গোলকনাথ শর্মা "হিতোপদেশ" সংস্কৃত "হিতোপদেশ" এর অনুবাদ (১৮০২)।

হরপ্রসাদ রায়ের পুরুষ পরীক্ষা (১৮১৫)। চণ্ডীচরণ মুনশী রচনা করেন " তোতা ইতিহাস", কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন "পাষণ্ড পিরন" "পদার্থকৌমুদী" "আত্মতত্ত্ব কৌমুদী" প্রভৃতি।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ এর পন্ডিত মনীষীদের প্রধান উদ্দেশ্য সিভিলিয়ানদের দেশীয় শিক্ষায় শিক্ষিত করা তা সত্ত্বেও তারা বাংলা গদ্যের যথাযথ রূপরীতি নিয়ে নানারকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।বাংলা গদ্য রীতি ও শুদ্ধ ভাষার সূচনা এবং তার বিচিত্র বিষয় চারিতার সম্ভাবনা সঞ্চারিত হয়েছিল এই শিক্ষাগারের পৃষ্ঠপোষকতায়। বাংলা গদ্য বিকাশে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠানটির অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে চিরস্মরণীয়।

সমাপ্ত